কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

পশ্চিমা অসহায় মজলুম জনসাধারণের প্রতি বার্তা

আল কায়েদার পক্ষ থেকে আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রতিবাদে জেগে ওঠা অসহায় মজলুম জনসাধারণের প্রতি একটি বার্তা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন –

السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। [সুরা ত্ব-হা ২০:৪৭]

অতঃপর:

পৃথিবীবাসীর মত আমরাও ভয়ানক নির্যাতন ও কষ্টের চিত্রগুলো প্রত্যক্ষ করেছি। দাম্ভিক হত্যাকারীর হাতে জর্জ ফ্লয়েড শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করার সময় যে কষ্ট পেয়েছিলেন, সে কষ্ট আমাদেরকেও নাড়া দিয়েছে। নির্দয় হত্যাকারী জর্জ ফ্লয়েডকে শ্বাসরোধ করে মারার সময় চোখের পলক পরিমাণও সুযোগ দেয়নি। হত্যাকারীর নির্মমতা গোটা বিশ্বের মানুষের অন্তরকে চরমভাবে আঘাত করেছে। দখলদার হোয়াইট হাউসের বর্ণবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে আপনাদের সাহসী আন্দোলন প্রশংসনীয়। আপনারা (পশ্চিমা বিশ্বের জনসাধারণ) জর্জ ফ্লয়েডের শেষ সাহায্যের আবেদনে "আমি শ্বাস নিতে পারছি না" – এর সাথে ক্ষোভের সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন। এটা আমাদের কাছে খুব খুশির ব্যাপার মনে হয়েছে যে, বিশ্বের নির্যাতিত জনগণ অন্যায়-অবিচার ও বর্ণবাদী বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জেগে ওঠেছে।

আমাদের মহান ধর্মের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মানুষের স্রষ্টা এক আল্লাহর দাসে পরিণত করা। এই ধর্ম তার অনুসারীদেরকে অত্যাচারীদের সাথে আপোষ করতে বলে না এবং তাদের অত্যাচারের প্রতি নতি স্বীকার করতেও বলে না। অত্যাচারীর শৃঙ্খল ভাঙ্গতে ও নির্যাতিতদের মুক্ত করার একমাত্র উপায় হল - আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসূলদের দেখানো পথে চলা।

মুসা আলাইহিস সালাম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তার লোকজনের দুর্দশা দূর করার জন্য এবং তাদেরকে একটি স্বাধীন ও সম্মানের জীবন উপহার দেওয়ার জন্য। নবী ঈসা আলাইহিস সালামও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, তার যুগে প্রতিষ্ঠিত বিকৃত ধর্মকে আসমানি বাণীর আলোকে বিশুদ্ধ করার জন্য। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণ, গোত্র ও ভাষার সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে নবীদের এই মহান যাত্রার সমাপ্তি ঘটান। তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলা হয় গোটা মানব জাতির নবী। তিনি কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা জাতির নবী নন, বরং তিনি হলেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের নবী।

আমরা মানবজাতির এমন একটি অংশ যাদের রয়েছে দয়াহীন, অমানবিক পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর চালানো অত্যাচার সহ্য করার এক দীর্ঘ ইতিহাস। আমরা আপনাদেরকে আপনাদের প্রকাশ্য আন্দোলনে লেগে থাকার আহবান করছি।

আমাদের আজকের জাতিগত অবস্থা - মারিয়াম আলাইহিস সালাম এর পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম এর পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন নয়। তিনি একদিকে ইয়াহুদী ও অন্যদিকে রোমানদের শত্রুতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বৈরাচারী বিশ্ব নেতৃত্ব আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। পূর্বের রোমান সম্রাটদের মত, আমেরিকা আজ স্বাধীনতা ও সভ্যতার প্রতিমূর্তি হয়ে অহংকার করছে। প্রতিনিয়ত ঈসা আলাইহিস সালাম এর দরিদ্র সহকারীদেরকে তাদের অধিনস্ত করছে ও হত্যা করছে। ইতিহাস আজও সাক্ষী হয়ে আছে যে, শয়তানের পূজারী রোমান সম্রাট তার রাজত্ব রক্ষার জন্য - তার যুগের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও তাদের ইহুদী প্রভুদের আদেশে ঈসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশ বিদ্ধ করেছিল। আজ আমেরিকাও একই শাসন নীতি নিশ্চিত করেছে, যদিও একটি বৈশ্বিক নিয়মের ভিত্তিতে করেছে। এই নীতি সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনসাধারণের ভূমি, সম্পদ ও অর্থ সংস্থানের উৎসকে নিজের অধিকারে নিয়ে নেয়। এটা তাদেরকে তাদের স্বাধীনতা ও স্বাধীন জীবন-যাপন থেকে বঞ্চিত করে। বর্তমানে আমেরিকা তাদের পূর্বসূরিদের থেকেও নিকৃষ্ট শাসননীতি গ্রহণ করেছে। আমেরিকা এখন নিপীড়িত জনসাধারণের ধর্ম, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতিকে বিকৃত করতে ও ইতিহাসে তাদের পরিচয়কে আড়াল করতে চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে এদের নিজস্ব নোংরা আদর্শে গঠন করতে চাচ্ছে। আর আমেরিকা এ সবকিছু করছে তাদের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য।

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

পশ্চিমা অসহায় মজলুম জনসাধারণের প্রতি বার্তা

অত্যাচারী আচরণ ও দমননীতি যা দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সম্ভবত তা আপনাদের দেশের শাসকদের এতদিনকার অপরাধ ও অবিচারে যে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন তারই ফসল। আমরা জানি যে – "যেমন কর্ম তেমন ফল"।

এই অত্যাচার ও স্বৈরাচার ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতক্ষণ না আপনারা সরকারকে তার সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে চাপ না দিবেন। অথবা এর জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তুলবেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের অন্যায় আদেশকে ছুড়ে মারবেন। যদি আপনারা তা করতে না পারেন, তাহলে প্রতিশ্রুত ঐশী বিধানের ভূমিকা দেখার জন্য অপেক্ষা করুন। যারা তাদের দায়িত্ব পালনে গাফেল হয় আল্লাহ কিভাবে তাদের শাস্তি দেন তা আপনারা নিকট ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন। মেথিউসের বাইবেলে উল্লেখ আছে, সেখানে বলা হয়েছে -

"তখন যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা কি শাস্ত্রের এই অংশ পড়নি: 'রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটা বাতিল করে দিয়েছিল, সেই পাথরটাই হয়ে উঠেছে কোণের প্রধান পাথর। এটা প্রভুরই কাজ, এটা আমাদের চোখে আশ্চর্য লাগে। অতএব, আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, আর এমন লোকদের দেওয়া হবে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহার করবে"। (মেথিউস: চ্যাপ্টার ২১: ৪২-৪৩)

এই মর্মে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না। [সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৮]

ঠিক এভাবেই রোমানদের পতন হয়েছিল। মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যে, পবিত্র ভূমি যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম বাস করতেন ও ধর্ম প্রচার করতেন সেই জায়গাটি বিজিত হয় আমাদের নবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের দ্বারা। আর এভাবেই ইসলাম এই ভূমিতে আমাদের সর্দার ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্য বড় ধরণের বিজয় নিয়ে আসে। এরাই হল সেই মুসলিম জাতি যারা পৃথিবীর বিশাল অংশকে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করেছিল এবং এর নিয়ন্ত্রিত ভূমিগুলোতে ন্যায় বিচার ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এটাই হল সেই ইসলাম যা ঈসা আলাইহিস সালাম এর বার্তাকে সত্যে পরিণত করেছে ও তার সম্মানকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে। এটাই হল সেই কোরআন যা ইহুদীদের আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক থেকে তার (ঈসা আলাইহিস সালাম) সত্যবাদী মাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, কোরআন সু-নির্দিষ্টভাবে শুধু মাত্র তার শিষ্যদের উচ্চ মর্যাদার কথাই তুলে ধরেনি বরং তাদের গুণগুলোরও উচ্চ প্রশংসা করেছে।

ইসলাম আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নুহ, ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম সহ চিরন্তন সত্য মহান রবের বার্তা বাহক সকল নবী ও রসূলদের অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। এটাই হল সেই ইসলাম যা বিশ্ববাসীকে নির্দেশ দিয়েছে যে ঈসা আলাইহিস সালাম এর শত্রুরা হল স্বাধীনতা ও মহৎ মূল্যবোধের প্রকৃত শত্রু। বিশেষ করে ইহুদীরা, যারা তাকে বর্জন করেছিল ও তার বিরুদ্ধে রোমানদের প্ররোচিত করেছিল, যার ফলে তারা ঈসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি ভুল ধারণা পোষণ করেছিল।

মহান রব্বুল আলামিন বলেন:

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

পশ্চিমা অসহায় মজলুম জনসাধারণের প্রতি বার্তা

"আপনি অবিশ্বাসীদের বলুন যে যদি তারা বিরত হয়, পূর্বের সব পাপ ক্ষমা করে দিব, আর যদি তারা তাদের ভুলের মধ্যেই ফিরে যায়, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন যে পূর্ববর্তীদের সাথে কি ঘটেছিল?" [সুরা আনফাল ৮:৩৮]

পৃথিবীতে আমাদের মুসলিম জাতিই আল্লাহর সবচে বেশী অনুগত জাতি। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও সকল ধরণের নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিমরা খুবই কঠোর। তাই আমরা আপনাদেরকে আহবান করছি যে, আপনারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে চির শান্তিতে প্রবেশ করুন, এবং ঐ রসূলের দ্বীন গ্রহণ করুন যার ব্যাপারে সু-সংবাদ দিয়েছেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। তিনি এই দ্বীনেরই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার পবিত্র গ্রন্থে বলেন:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

"আর স্মরণ কর যখন মারিয়ামের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন 'হে বনী ইসরাইল! আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যেমনি-ভাবে আমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠিয়েছেন, আর আমি তোমাদেরকে আমার পরে একজন রসূলের সু-সংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে আহমদ'। কিন্তু যখনই স্পষ্ট প্রমাণসহ সেই রসূল আসলেন, তারা বলল, 'এটা তো স্পষ্ট জাদু'" [সুরা সফ ৬১:৬]

ইসলাম একজন মানুষের সম্মান ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। এটা মানুষকে সাদা-কালোর ভিত্তিতে পার্থক্য করে না, আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। [সুরা হুজুরাত ৪৯:১৩]

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমেরিকার অধিকাংশ জনসাধারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে। এই জন্য আমরা চাই তারা সকল নবী ও রসূলদের ধর্ম 'ইসলাম' গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করুক। এটাই হল জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র অনুসরণীয় পথ, যার মাধ্যমে একটি জাতি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"বলুন, হে, আহলে-কিতাবগণ! এসো সেই বিষয়ের দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না; তার সাথে কাউকে শরীক করব না, এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে রব বানাব না। তারপর তারা যদি স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম" [সুরা ইমরান ৩:৬৪]

যেমনিভাবে আমরা আপনাদেরকে দ্বীন ও ইসলামের প্রতি আহবান করছি ঠিক তেমনিভাবে আমরা আপনাদেরকে আহবান করছি, দখলদার হোয়াইট হাউস ও তাদের গণতান্ত্রিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন গড়ে তুলুন। তারা শুধু মাত্র তাদের মদদ-পুষ্ট অনুসারী

পশ্চিমা অসহায় মজলুম জনসাধারণের প্রতি বার্তা

শ্রেণীটিকেই তাদের গর্হিত স্বার্থ রক্ষার জন্য নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। অথচ তারা খোদ আমেরিকার গরীব ও হতদরিদ্রসহ বিশ্বের সকল দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের দাস বানিয়ে রাখতে চায়। আমেরিকা নিজেদের দেশেরই তুলনামূলক প্রান্তীয় প্রদেশগুলোর সম্পদ ও প্রাকৃতিক উৎসগুলোকে নির্মমভাবে তাদের অধিকারে নিয়ে নিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সংকীর্ণ পুঁজিবাদী শ্রেণী ও ধনীদের সমৃদ্ধ করছে। আর এই শ্রেণীটিই বিশ্ব অর্থনীতির লাগাম ধরে আছে।

আমাদের যুদ্ধ আমেরিকার বিরুদ্ধে, যার মূল লক্ষ্য হল অন্যায় ও অত্যাচারের সমাপ্তি ঘটানো। এটা আজকে আপনাদের জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকারী ও অতীতে তার পূর্বপুরুষদের গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের মতই। অন্যায়কে ঘৃণা করা ও অসহায় কাউকে রক্ষা করা মানুষের একটি সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য, যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের মুসলিম জাতি দশকের পর দশক ধরে আপনাদের অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছে। আমরা আমাদের নারী ও শিশুদের হত্যা সহ্য করে আসছি, আমাদের সম্পদ ও প্রাকৃতিক উপাদানের চুরি সহ্য করে আসছি, আমাদের পবিত্র স্থানগুলো আপনাদের স্বৈরাচারীদের হাতে অপবিত্র হচ্ছে।

জেনে রাখুন! আপনাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করা এবং মাজলুমকে রক্ষা করা (চাই সে আমাদের মধ্য থেকে হোক কিংবা আপনাদের মধ্য থেকে হোক), এটা হল আমাদের ধর্মের একটি মহৎ শিক্ষা। আমাদের ধর্ম আমাদেরকে মাজলুমকে সাহায্যের নির্দেশ দেয় এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অবিরত লড়াই করার নির্দেশ দেয়। মহান রব আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। [সুরা হাজ্জ ২২:৩৯]

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। [সুরা হাজ্জ ২২:৪০]

তিনি আরও বলেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না, অথচ দুর্বল নারী-পুরুষেরা ও শিশুরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছে যে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে বের করে নিন, অথবা আমাদের জন্য একজন অভিভাবক পাঠান ও সাহায্যকারী পাঠান।' যারা ইমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের রাস্তায়। তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।" (সুরা নিসা ৪:৭৫-৭৬)

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

পশ্চিমা অসহায় মজলুম জনসাধারণের প্রতি বার্তা

পরিশেষে, আমরা আশা করছি যে, আপনারা এবং সকল মানবজাতি, মহান প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার সেসকল ধার্মিক বিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা ন্যায় বিচার ও নৈতিকতাকে সমর্থন করে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ইসলামের আলো, ন্যায়বিচারের আলো, স্বাধীনতা ও শান্তি দিয়ে পৃথিবীকে পূর্ণ করে দেন। সকল প্রশংসা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

যুলক্বদাহ ১৪৪১ হিজরী

জুন ২০২০ ইংরেজি